REG. NO. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৮ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৯ ইংরাজী 3rd August 1932 | ১২শ সংখ্যা

জঙ্গীপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ১৲০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ।০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, ঘটকা, পাটী, বল্টু, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মুল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা

বড়বাজার।

হিলিংবাম

গত ৩৪ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না বা অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাদের জন্য
লোহার কড়ি
বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।
নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৮ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৯ সাল।

পরলোকে পণ্ডিত পশুপতিনাথ পালধি।

গত ৫ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলার অন্তর্গত পাইকর গ্রামের পণ্ডিত পশুপতিনাথ পালধি মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে এদেশবাসীর খুব ক্ষতি হইল। কোনও ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা লইতে হইলে সকলেই তাঁহার নিকট যাইত। তাঁহার কৃতবিদ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপতি পালধি মহাশয়ও পিতার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে পালধি মহাশয়ের বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

ভাগীরথীর জল।

প্রায় প্রতিদিনই ভাগীরথীর জল বৃদ্ধি হইতেছে। এখনও নদীর পার ছাপাইয়া জল উঠে নাই। কিছুদিন এমনভাবে থাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী জমি সমূহের ভাদুই ধানের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

জঙ্গিপুর খেয়াঘাট।

গত সপ্তাহে আমরা ধনপতনগরবাসীদের পারাপারের অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। মিউনিসিপালিটীর ঘাট নীলামের বিজ্ঞাপনে চর এনাতনগর ঘাট বলিয়া উল্লেখ থাকে। কেবলমাত্র বৎসরান্তে নীলামের সময়ে কাগজে কলমে উক্ত ঘাটের নাম দেখা যায়। আমরা খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলাম যে, জঙ্গিপুর খেয়াঘাট, গরুগাড়ী পারাপারের ঘাট ও চর এনাতনগর ঘাট একই ইজারদারকে বন্দোবস্ত করা হয়। এবারেও বোধ হয় উহা একই ইজারাদারকে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু চর এনাতনগরের ঘাটের কোন অস্তিত্ব নাই। আর একটী বিষয় প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে। শুধু আমাদের কেন যাঁহারা ফেরীঘাটে পারাপার করেন তাঁহারাও লক্ষ্য করিবেন যে, একই নৌকায় গরু, ঘোড়া ও মানুষ পার করে। অনেক ছোট ছোট ছেলে রঘুনাথগঞ্জ হইতে জঙ্গিপুর স্কুলে পড়িতে যায়। মাঝ নদীতে যদি ঘোড়া কিম্বা গরু লাফাইতে আরম্ভ করে তখন কি বিপদ ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা বহুবার এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি কিন্তু কোন ফল হয় নাই। বর্ত্তমানে আমাদের কয়েকজন গ্রাহকের অভিযোগে পুনরায় উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। এই বিষয়ের কোন প্রতিকার আছে কিনা জানিনা। তবুও আমরা আমাদের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান বাহাদুর ও সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

গত ২৪শে জুলাই রবিবার রাত্রি আন্দাজ ১ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত দুবড়া গ্রামের রাখাল মণ্ডলের স্ত্রী কুসুমকামিনীকে শাণিত অস্ত্র দ্বারা কে বা কাহারা খুন করিয়াছে। রাত্রিতে কুসুমকামিনী তার শিশু সন্তানকে বুকে করিয়া নিদ্রামগ্ন ছিল এমতাবস্থায় আততায়ী তার কাণের পার্শ্বে আঘাত করে। আঘাতের ফলে এক পার্শ্বের কাণ হইতে অপর পার্শ্বের কাণ পর্য্যন্ত কাটিয়া পড়ে। মৃতার ৫টী শিশু কন্যা। এই ঘটনার পর দিনই একটী কন্যার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। খুনের বিশেষ কোন কারণ নাই। রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত সাব-ইন্‌স্পেক্টর বাবু বিশেষ তৎপরতার সহিত তদন্ত করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত সন্দেহক্রমে কয়েকজন ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে উক্ত গ্রামের যোগেন্দ্রনাথ দাস ডাক্তার আছে। উহার সহিত মৃতার মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। ঐ মোকর্দ্দমার জন্য মৃতাকে পূর্ব্বে একবার উক্ত যোগেন্দ্র ডাক্তার হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। এ প্রকার নৃশংস নারী হত্যা এ অঞ্চলে কখনও হয় নাই।

ভারতবর্ষের ভোটাধিকার কমিটির পাবলিসিটি অফিসারের সাদর সম্ভাষণসহ ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্টের ১ম ভাগের সংক্ষিপ্ত সার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম অধ্যায়ে প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, রিপোর্টের মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ অধ্যায়। অনেক কারণে প্রদেশগুলি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা পরস্পর বিভিন্ন। যে লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত, বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের শতকরা অংশের পার্থক্য এত বেশী যে কোন অবস্থাতেই একটা বাঁধাধরা হারে পৌছান কঠিন। বিহার ও উড়িষ্যায় এবং মধ্যপ্রদেশে বর্ত্তমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ১ ভাগ মাত্র; এবং এই মুহূর্ত্তে উহা দশগুণ বৃদ্ধি করিলে ভোটারের সংখ্যা আট কি নয় গুণ বাড়িয়া যাইবে; যে সকল প্রদেশে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা শতকরা ৩ ও ৪ সেখানে উহা শতকরা ১৫ জন বৃদ্ধি করিলে বৃদ্ধির পরিমাণ অনুপাতে কম হইবে। ইহা ছাড়া সম্পত্তির যোগ্যতার কথা ধরিলে ভারতবর্ষে ভোটাধিকার প্রণালী বিভিন্ন না হইয়া পারে না। বোম্বাই পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ভোটাধিকার প্রণালী স্বভাবতঃই রাজস্ব ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহাদের মধ্যে পরস্পর খুব পার্থক্য আছে। অপর পক্ষে বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ এরূপ কোন ব্যবস্থা প্রচলিত নাই, সেখানে অন্য কোন ভিত্তি বাহির করিতে হইবে। সুতরাং সাউথবরো কমিটির ন্যায় এই কমিটিরও অভিমত এই যে, প্রাদেশিক ভোটাধিকারের জন্য একটী বাঁধাধরা যোগ্যতার পরিমাপ নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় নহে।

প্রত্যেক প্রদেশ সম্পর্কে কমিটি প্রথমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক কমিটির মতামতের সংক্ষিপ্ত সার দিয়াছেন, তারপরে নিজেদের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর যে মোট সংখ্যা দিয়াছেন স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সংখ্যা হইতে উহা সাধারণতঃ বেশী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ চালাইবার পক্ষে যাহা সহজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারও সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্মচারিবৃন্দ পাওয়া যাইবে কমিটী সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, রেজেষ্টারীতে ভোটারগণের যে মোট সংখ্যা থাকিবে তাহা অপেক্ষা অনেক কমসংখ্যক লোক ভোট দিবে। কমিটির প্রস্তাবের ফলে প্রত্যেক প্রদেশে যে পরিমাণ লোক ভোটাধিকার পাইবে, কমিটী পূর্ণবয়স্ক লোকের সংখ্যা না ধরিয়া মোট লোকসংখ্যার উপর তাহার হিসাব করিয়াছেন; ইহার ফলে যে কতকটা ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে, অন্য কথাপ্রসঙ্গে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ কোন দেশেই মোট লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী লোক ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয় না।

এই মাদ্রাজ প্রদেশের বেলা, কমিটী, নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ৭,৪০০,০০০ অথবা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ প্রস্তাব করেন। ইহার মধ্যে ১,৭০০,০০০ বা শতকরা প্রায় ২০ ভাগ স্ত্রীলোক হইবে। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ৬,৫০০,০০০ ছিল এবং উহা খুব সাবধানতা ও পরিপূর্ণতার সহিত তৈয়ার হইয়াছিল। কমিটী, স্ত্রীলোক, অবনত জাতি ও শিক্ষিত লোকদিগের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত খুব সামান্য পরিবর্ত্তনই প্রস্তাব করিয়াছেন। সম্প্রতি সংশোধিত মাদ্রাজ জেলা মিউনিসিপালিটী ও লোকাল বোর্ড বিষয়ক আইনসমূহ অনুসারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বেলা যে ভোটাধিকার এক্ষণে প্রচলিত আছে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ভোটাধিকারও কার্য্যতঃ তাহাই হইবে।

বোম্বাই প্রদেশের বেলা, কমিটী, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক কমিটী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৩ ভাগের স্থলে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ৩,৭০০,০০০ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ প্রস্তাব করিয়াছেন। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর শতকরা প্রায় ২০ ভাগ স্ত্রীলোক হইবে। কমিটী দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সহর ও গ্রামের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে বর্ত্তমানে যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে তাহা সংশোধন করিবার নিমিত্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজেরাই যখন আরও অধিক স্ত্রীলোক ও অবনত জাতিকে ভোটাধিকার দান করিয়া নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪ ভাগ আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন, কমিটী তখন এই অসামঞ্জস্য দূর করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছেন না।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে কমিটী বলেন যে, তাঁহারা স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত কম সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাদেশিক কমিটী সর্ব্বত্র পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে পরোক্ষ ভোটাধিকার দান করা প্রথমে মত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোটাধিকার কমিটীর বিশ্বাস যে বর্ত্তমানে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে ভোট দিবার অধিকার ভোগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করিলে যে পরিমাণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা করা হয় নাই। অধিকন্তু, যদি মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭½ ভাগের অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় তবে বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রস্তাব করেন যে সাক্ষাৎ নির্ব্বাচন পদ্ধতির সহিত পরোক্ষ নির্ব্বাচন পদ্ধতিও থাকিবে সে বিষয়ে তাঁহারা একমত নহেন। তাঁহারা কাজ চলিবার দিক দিয়া এরূপ কোন আবশ্যকতা দেখিতে পান না যে, ভোটাধিকার শতকরা ৭½ ভাগে সীমাবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট যে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের কথা প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও কোন কার্য্যপদ্ধতি না দেওয়ায় তাঁহারা অসুবিধায় পড়িয়াছেন। সুতরাং কমিটী প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ও অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টের সাহায্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে রেট ও ট্যাক্স দেওয়া হয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া একটী বিস্তৃত কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিবেন। ইহার সঙ্গে পুরুষদিগের পক্ষে উচ্চ প্রাইমারী শিক্ষার যোগ্যতা এবং যে ব্যবস্থা অন্যত্র প্রস্তাবিত হইয়াছে স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার বিষয়ে তাহাও যোগ করিয়া লইতে হইবে।

ক্রমশঃ।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই আগষ্ট ১৯৩২।

৪৭৭ থাং ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেং কালাচাঁদ মণ্ডল দিং দাবি ১৭৻৩ পং গনকর মৌজে রমাকান্তপুর ০-২৪ শতকের কাত ১৩৷৷৶১০ নিজাংশে ১৮৶১০ আঃ ৮৲

৫২৪ থাং ডিঃ সেবাইত রাধাবল্লভ দেব শর্ম্মা মহান্ত দেং রামসেবক সিংহ দাবি ৩৭৷/১০ পং শুলতানউজিয়ান মৌজে বংশবাটী ৬-২৪ শতকের কাত ৪৷০ আঃ ৩০৲ জেন্দারের রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব।

৫২৩ থাং ডিঃ আবু আসগর মিঞা দিং দেং সীতানাথ দাস দাবি ২০৲৫ পং জোয়ার বিরাহিমপুর মৌজে ফতে-উল্লাপুর ১-৫৪ শতকের কাত ৪৷৶৬ আঃ ১০৲

৫২৬ থাং ডিঃ চণ্ডিচরণ সিংহ দিং দেং হাফিজ দর্জ্জি দিং দাবি ৩৪৷/১০ পং ঐ মৌজে মোলাইন ওরফে কানুপুর ১২৷১৪৷০ জমির কাত ১২৷১৪৷০ আঃ ৫৲

৬৭৬ থাং ডিঃ ভিক্ষু বিশ্বাস দেং জালালুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ১৫/৩ পং মঙ্গলপুর মৌজে মহেশাইল ১৷০ বিঘার কাত ১৶১০ আঃ ৫৲

৪৪৭ থাং ডিঃ কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর দেং বিষ্ণুপদ রায় দিং দাবি ৩৬৷৶৬ পং গনকর মৌজে দিয়ারা রাণীনগর ২-২০ শতকের কাত ৪৷/৬৷— আঃ ১০৲

২৫৫ মনি ডিঃ শ্রীনন্দন দাস দিং দেং পুলিনচন্দ্র দাস মৃত্যান্তে তস্য ওয়ারিশ পঞ্চানন দাস দাবি ৭৫৩৷৬ পং সমসথালি মৌজে ভৈরবটোলা ৮১ শতকের কাত ৪৶১৫৷ আঃ ৫০০৲ তদুপরিস্থিত পোক্তা বসত বাটি মায় ইট কাঠ চৌকাঠ কপাট জানালা আকাঠা সুকাঠা বৃক্ষাদি ও গর্ত্ত ও আম্র বাগান।

৪০৬ মর্গেজ ডিঃ নলিনীবালা সরকার দেং মদনমোহন রায় দাবি ৮২৮০ পং গনকর মৌজে মাখনটুলি খড়দীঘি ৷৩ কাঠার কাত ৮৲ তদন্তর্গত /৩ কাঠার কাত ২৷০ আঃ ২৫৲

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৮ই আগষ্ট ১৯৩২।

৫০১ থাং ডিঃ কৈলাসবাসিনী ঘোষ দেং রাজেন্দ্রনারায়ণ তেওয়ারী দিং দাবি ৪৬১৷৴৫ পং কুঙরপ্রতাপ মৌজে লালপুর ৩৯.৯০ শতকের কাত ৬৫৷৶১৫ আঃ ২২০৲

৫২৫ থাং ডিঃ অশ্বিনীকুমার মণ্ডল দিং দেং বৈদ্যনাথ মণ্ডল দিং দাবি ৩২৮৯ পং গনকর মৌজে ভূমিহর ২/০ বিঘার কাত ৪৲ আঃ ১০৲

৫৪৭ A থাং ডিঃ শ্রীপতিভূষণ স্মৃতিতীর্থ দেং উমেশ কুনাই দিং দাবি ৪১/৯ পং সেরপুর মৌজে দোহাল ডাঙ্গাপাড়া ২-৫২ শতকের কাত ৮৷০ আঃ ১০৲

৫৭৭ থাং ডিঃ হাজি মঃ কাশ্মিবুল্লা মণ্ডল দিং দেং কেরামত মণ্ডল দাবি ১২৮৯ পং কুঙরপ্রতাপ মৌজে কাঁকুড়িয়া ১০৻১৩ ধুল জমির কাত ১/৯ আঃ ৫৲

৫৭৮ থাং ডিঃ ঐ দেং মশিরণ বিবি দাবি ৩৪৷৶০ পরগণাদি ঐ ১৷১৻৬ ধুল জমির কাত ৪৮৶৯ আঃ ১০৲

৬৯২ থাং ডিঃ আবদুলহক বিশ্বাস দিং দেং গগনচন্দ্র সরকার দাবি ২৪৮৬ পং কাঁকজোল মৌজে পরাণপাড়া ১৷৪৻৪ ধুল জমির কাত ৩৷/১০ আঃ ১০৲

৮৪৬ থাং ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেং রুস্তম সেখ দাবি ১১৷৴৯ পং কুঙরপ্রতাপ মৌজে বিপ্রকালী ৩৩ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব।

বাতের তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে ফলপ্রদ।

মূল্য ৪ আঃ শিশি ১৷/০ এক টাকা পাঁচ আনা

কবিরাজ—

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (বিশ্বাস) কবিরত্ন

সোণামুখী অফিস,

মণিগ্রাম পোঃ, (মুর্শিদাবাদ।)

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের অভিনব প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্ম আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-জনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন :—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কার-খানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

কোন অসুখই দুরারোগ্য নয়!

পেটেণ্ট ঔষধ সাধারণক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইলেও নানাপ্রকার ঔষধ সেবনে রোগের অবস্থা জটিল হইলে আমাদের পেটেণ্ট ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে ৫০ বৎসরের অধিক আমাদের বহুদর্শিতা আছে।

বসন্ত মালতী।
এই মনোহর গন্ধযুক্ত দ্রব্য ব্যবহারে মেচেতা, ব্রণ, ছুলি প্রভৃতি বিকৃত চিহ্ন বিদূরিত হইয়া মুখশ্রী সমুজ্জ্বল এবং বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়।
এক শিশি ৷৶০ আনা।

নেত্রামৃত।
ইহা ব্যবহারে চক্ষু লাল হওয়া, করকর্ করা, বেদনা-বোধ, জল ও পিচুটী পড়া, পাতায় চুলকণা হওয়া, পাতা জুড়িয়া যাওয়া, ঝাপ্সা দেখা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়।
এক শিশি ১৲ টাকা।

দশনকান্তি চূর্ণ।
ইহা দ্বারা দন্তবেষ্টের স্ফীতি, বেদনা, কন্‌কনানি, রক্ত-পূয়াদি স্রাব ত্বরায় নিবারিত হয়। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।
এক প্যাকেট ৶০ আনা।
এক কৌটা ৷০ আনা।
এক শিশি ৷০ আনা।

মফঃস্বলস্থ রোগিকে আমরা ডাকযোগে ব্যবস্থা দিয়া থাকি। রোগ বিবরণ গোপন রাখা হয়।

ক্ষুধাবতী।
ইহা নিয়মিতরূপে সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি অচিরে বিনষ্ট হয়। ক্ষুধাবতী সেবনে ক্ষুধা-বৃদ্ধি হইয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।
এক শিশি ১৲ টাকা।

প্রত্যেক ঔষধ এক ডজন লইলে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়।

সি, কে, সেন
এণ্ড কোং লিঃ,
২৯ নং কলুটোলা—কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, এফ সি এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

কলিকাতা ব্রাঞ্চ — { শ্যামবাজার (ট্রাম ডিপোর উত্তর) / ২১৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ সিন্দুর)

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা।

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন, প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ।

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

যে যে জিনিষ বহু লোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে তাহার কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইল।

১। "চন্দ্রপ্রভা বটীকা" :—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেইরকম, ইহা নূতন এবং পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্ত-প্রদর প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

২। "মণি তৈল" :—গুণে এবং সৌগন্ধে অতুলনীয়। এই তৈল শরীরপোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, সুগন্ধ প্রসাধনোপযোগী হাত পা জ্বালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা কেশে মর্দ্দন করিলে কেশরাশি সুকোমল শ্রী ধারণ করে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে মোটা করে। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

৩। "কর্ণ তৈল" :—সকল প্রকার কর্ণরোগের মূলোৎপাটক অতি মনোহর তৈল। প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা। সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা ... করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১।৶৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সল্টউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডিঃ ডিঃ হাজরা এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।

পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।

বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।

লুং—হাঁপানীর উপকারী।

হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।

মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীন ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ॥৶৹ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১॥৹ উক্ত ঔষধ সমুহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

এজেণ্টস্—

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত